প্রতিবাদের অধিকার

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

শান্তিপূর্নভাবে প্রতিবাদের অধিকার রাজনৈতিক কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিবাদ ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। সন্দেহাতীতভাবে ভিন্নমত পোষণের অধিকার রয়েছে প্রত্যেকটা মানুষের। প্রতিবাদ ভিন্নমত হওয়ারই একটা অঙ্গ।

একটা নির্বাচিত সরকারের কি এটা লঙ্ঘন করলে চলে ? দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর জন্যই এই প্রশ্ন। সংবিধান মেনে প্রশাসন চালানো যেকোনও নির্বাচিত সরকারেরই দায়িত্ব। কিন্তু আমরা যদি দিল্লিতে আপ সরকারের কাজকর্ম খতিয়ে দেখি তবে এপ্রশ্নের উত্তর হবে স্বয়ংসিদ্ধ। মন্ত্রীরা সচিবালয় ছেড়ে নিষিদ্ধ এলাকায় ধরনায় বসলেন। তাঁরা আইন ভাঙলেন। সমর্থকদের বার্তা দিলেন জমায়েত হওয়ার জন্য। তাদের সমর্থকরা পুলিসের ব্যারিকেড ভাঙতে চাইলেন। সেখানে বক্তব্য রেখে নৈরাজ্যকেই প্রশাসনের মোড়ক দিতে চাইলেন সরকারের প্রধান। পুলিসদের তিনি আবেদন জানালেন ছুটিতে যাওয়ার জন্য। উর্দি খুলে রেখে এই প্রতিবাদে যোগ দেওয়ার জন্যেও পুলিসদের আবেদন জানালেন তিনি। রাজপথে লাখো সমর্থক নামিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে বাধা সৃষ্টিরও হুমকি দিলেন তিনি। যদি তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে দিল্লির রাজপথে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ চলাকালীন দিল্লির পুলিসও কর্তব্য ঝেড়ে ফেলে তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে ছুটে যেত, তবে কি বলা যেত সংবিধান মেনেই চলছে প্রশাসন। অবশ্যমভাবী এই প্রশ্নের উত্তর হত "না"।

রাজঘাটে অনশনে বসা আর প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে বাধা সৃষ্টির জন্য পুলিসদেরও আবেদন জানানোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমি নিশ্চিত বিষয়টা অনুধাবন করতে পারছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।